জিয়া উদ্দিন এবং ফাহমিদাকে

অভিজিৎ রায়

আমার এই লেখা একটি লাইনে শেষ করা যায় এই বলে যে, আমি রুদ্র নই। কিন্ত প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বোধ হয় সেরে নেওয়া প্রয়োজন। কোন ফাইলের পিডিএফ এ লেখকের নাম দেখেই কোন সিদ্ধান্তে আশা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়। আমি মুক্ত-মনা মডারেট করি বলে অনেকেই আমার কাছে ‘বর্ণ সফট’ ফাইল পাঠিয়ে তা পিডিএফ করে মুক্ত-মনায় পোস্ট দিতে বলেন। কারণ অনেকের কাছেই এডোবী অ্যাক্রোবেট নেই। অনেকে আবার নিজের নাম অজ্ঞাত রেখে পোস্ট দিতে বলেন। আজকেও আমি একটি পোস্ট পেয়েছি কামরান মির্জার একটি আর্টিকেলের উত্তরে (greatest lies), যেখানে লেখক নিজের নাম ’অজ্ঞাত’ রেখেই পোস্ট দিতে চান। যদি আমার ফোরামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ লেখা হয় তবে লেখকের অনুরোধ রাখা হয়। আমার Account থেকেই সাধারণতঃ পোস্ট দেওয়া হয়। কিন্ত পোস্ট এপ্রুভ করার সময় লেখকের নাম বসিয়ে দেয়া হয়। ফলে আইপি এডরেস চেক করলে আমার কম্পিউটারের আইপিই পাওয়া যাবে, ওই লেখকের নয়। এর ফলে কেউ হয়ত ধরে নিতে পারেন যে ওই লেখকই আমি। এরকম দু’চারটি অভিযোগ আমি পেয়েছি। এগুলোর সবগুলোর ঢালাও উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সময়ও নেই।

যেমন, গতকাল প্রোথিতযশা সাহিত্যিক ডঃ হুমায়ুন আযাদের ধর্মানুভূতির উপকথা’ নামে একটি প্রবন্ধ পাই যা উনি মুক্ত-মনার জন্য পাঠিয়েছেন। এই প্রবন্ধটিও একই নিয়মে পিডিএফ করে মুক্ত-মনায় রেখে দেওয়া হয়েছে। তারপর আমার একাউন্ট থেকে মুক্ত-মনায় পোস্ট দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি আইপি এডরেস আর পিডিএফ অথারের ইনফরমেশনের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করেন, বলবেন - হুমায়ুন আযাদই আমি (হলে তো ভালই হত)। আলমগীরেরও অনেক পিডি এফ খুজলে আমার নামই বেরিয়ে আসবে।

যা হোক, এবার রুদ্রের প্রসঙ্গে আসি। উনার লেখা (বর্ণ সফট আকারে) পাই আমি একটি ইয়াহু একাউন্ট থেকে। উনার নামের সাথে মুহম্মদ ছিল না। যতদূর মনে পরে উনি নিজের নাম Rudra হিসেবে সাইন করেছিলেন। উনি আমাকে উনার লেখা পিডিএফ করে মুক্ত-মনায় পোস্ট দিতে বলেন। কিন্তু এই বলে সতর্ক করেন যে, কোন লাইন change করা যাবে না। যদি অবিকৃত অবস্থায় পোস্ট করা সম্ভব হয়, তবে পোস্ট দিন, নতুবা নয়। আমি পিডিএফ করলাম এবং পোস্ট দেওয়ার মুহূর্তে আমি লেখা ফিরিয়ে নিলাম এই ভেবে যে, জিয়াউদ্দিন 'মুক্তমন ও মৌলবাদ' লেখাটি মুক্তমনায় পাঠান নি। বাংলা আমার সম্পাদকও তাই। আমি শেষ মুহূর্তে তাকে মেইল করে জানাই যে, আমার পক্ষে এই লেখা ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। তবে আমি আপনার লেখা পিডিএফ করেছি। আপনাকে আমি লিঙ্ক পাঠচ্ছি। আপনি ইচ্ছা করলে সদালাপে পাঠাতে পারেন, ওখানে এ বিষয়ক লেখা ছাপা হয়েছিল। হতে পারে উনি সেই পিডি এফ ই ব্যবহার করেছিলেন আর নামের আগে মুহম্মদ লাগিয়েছিলেন। অথবা মুহম্মদ শব্দটা কুদ্দুস খানের বসানোও হতে পারে। আমি এর পরবর্তী অংশ সম্বন্ধে আসলেই অজ্ঞ। জিয়াউদ্দিন হয়ত আমাকে অবিশ্বাস করবেন। আমার এখানে কিছুই করণীয় নাই। আমি ব্যক্তি-গত কাদা ছোড়াছুড়িতে অংশ নেই না - নিতে ভাল লাগে না বলেই। সেতারা হাসেম আর জাফর উল্লাহর ব্যক্তি গত আক্রমন- প্রতি আক্রমন আমিই থামাতে চেয়েছিলাম। আবিদ আহত হওয়ার পর আমি ইসলাম নিয়ে লেখাও ছেড়ে দিয়েছি। আমি বিজ্ঞান, সংখ্যালঘু, ভারতের নদী সংযোগ - এগুলোর উপরই মূলত লিখি ইদানিং।

ফাহমিদা তার লেখায় আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে একটি লাইন উল্লেখ করেছেন যা বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিহীন। আমার প্রাক্তন স্ত্রী খুবই অসুস্থ ছিলেন, আমার বিয়ের আগে থেকেই। আমার পরিবারের কেউই এ বিয়ে মানতে চাননি প্রথমে। তারপরও আমি তাকে ওই অবস্থায় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেই। আমার স্ত্রী সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন ওখানকার সবচেয়ে বড় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানেই। যা হোক আমি এখানে নিজেকে মহামানব বলে প্রমান করতে চাইছি না। আমার বন্ধু -বান্ধব, বাবা মা সবাই আমার জীবনের দুঃখ জনক ঘটনাটি

জানেন। ফাহমিদাকে অনুরোধ করব ব্যক্তিগত বিষয় থেকে অযথা তিনি যেন মনতব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

সদালাপে এটাই আমার প্রথম লেখা। এই সাইটের সাফল্য কামনা করছি।

বিনীত,
অভিজিৎ

Monday, 15 September 2003